Department of Education

Joel I. Klein
Chancellor

Martine Guerrier
Chief Family
Engagement Officer
askmartine@schools.nyc.gov

Office for Family
Engagement and Advocacy
49 Chambers Street, Rm 503
New York, NY 10007

(212) 374-2323 #tel
(212) 374-0076 #fax

পিতামাতা[১] এবং শিক্ষা কম্যুনিটির মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব। সন্তানদের লেখাপড়ার পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অংশীদার হিশেবে পিতামাতাদের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে,যেমনটা এই দলিলে এবং চ্যান্সেলরের প্রাসংগিক প্রবিধানে রূপরেখা দেওয়া আছে।

সব পিতামাতার নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছে:

পাবলিক স্কুলে ফ্রি লেখাপড়া করানোর অধিকার।

পাবলিক স্কুলে একটি নিরাপদ এবং সহযোগিতামূলক পরিবেশে পিতামাতাদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

পিতামাতাদের যেসব অধিকার আছে:

১. কিন্ডারগার্টেন থেকে ২১বছর বয়স পর্যন্ত, অথবা হাই স্কুল ডিপ্লোমা– এই দুটির মধ্যে সন্তান আগে যেটি লাভ করবে, সে পর্যন্ত পাবলিক স্কুলে ফ্রি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।

২. প্রতিবন্ধী সন্তানের মূল্যায়ন পাওয়ার এবং যদি সে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী ৩ বছর থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বিনা খরচে যথোপযুক্ত লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করার।

৩. যদি সন্তান ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী হয়, তাহলে দ্বিভাষিক শিক্ষা অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিশেবে ইংরেজি লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করার, যেমনটি আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য।

৪. ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের স্কুল বর্ষপঞ্জী অনুসারে তাদের সন্তানের শিক্ষা নির্দেশনা কর্মসূচিতে পূর্ণ অংশ নেয়ার সুযোগ লাভের।

৫. হয়রানিমুক্ত বা গোঁড়ামিমুক্ত এবং প্রকৃত বয়স বা অনুমান-করা বয়স, জাতি, বিশ্বাস, বর্ণ, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচিতি, লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি, ধর্ম, জাতিগত উৎস, নাগরিকত্ব/অভিবাসনগত মর্যাদা, যৌন পছন্দ, দৈহিক এবং অথবা আবেগজনিত অবস্থা, প্রতিবন্ধিত্ব, বৈবাহিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন, নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশে, তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা পাওয়ার।

৬. ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের শিক্ষার্থীদের অধিকার ও কর্তব্যের সনদ-এর সাথে সঙ্গতিবিধান করে প্রদত্ত সকল অধিকার লাভ করার।

[১] এই দলিলে একজন পিতা বা মাতার অর্থ হল শিক্ষার্থীর পিতামাতা অথবা অভিভাবক,অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি (বর্গ)শিক্ষার্থীর সাথে যার পিতামাতাসুলভ বা তত্ত্বাবধানমূলক সম্পর্ক রয়েছে।

তথ্য লাভের অধিকার

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন এবং এর স্কুলগুলি পিতামাতাদেরকে তাদের সন্তানের শিক্ষাগত রেকর্ড এবং লভ্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য জানতে দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ।
পিতামাতাদের অধিকার আছে:

১. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-663 অনুযায়ী, ডিপার্টমেন্টের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার জন্য যদি পিতামাতার ভাষাগত সহায়তার প্রয়োজন অথবা অনুরোধের প্রেক্ষিতে অনুবাদ এবং দোভাষি পরিষেবা পাওয়ার।

২. যেসব নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রবিধানের ক্ষেত্রে স্কুল, ডিস্ট্রিক্ট এবং/অথবা বরো পর্যায়ে পিতামাতাদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন, সেগুলো সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার।

৩. স্কুল ব্যবস্থা যেসব পরিষেবা দেয়, সেসব পরিষেবা পাওয়ার জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি, এবং সেগুলির জন্য (অর্থাৎ পরিবহন, খাদ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী (ইএলএল), শিক্ষা নির্দেশনা, বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা, ইত্যাদি) কীভাবে আবেদন করতে হয়, সে সম্পর্কে হালনাগাদকৃত তথ্য জানার।

৪. সন্তানদের কাছ থেকে শিক্ষা কর্মসূচি, উপস্থিতি ও আচরণ সম্পর্কে যা প্রত্যাশা করা হয়, সে ব্যাপারে লিখিত তথ্য পাওয়ার।

৫. সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসম্পাদনার মূল্যায়নে গ্রেড নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত মানদন্ড সম্পর্কে লিখিত তথ্য পাওয়ার।

৬. লেখাপড়ার কোর্স বা পাঠক্রমের রূপরেখা এবং অন্যান্য বিষয়সহ সন্তানদের শিক্ষা নির্দেশনা কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য জানার।

৭. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-820 অনুযায়ী সন্তানের রেকর্ডের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা পাওয়ার।

৮. স্কুলের প্রতি অনুরোধ জানানোর দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে সন্তানের রেকর্ড দেখার এবং পর্যালোচনা করার।

৯. সন্তানের শিক্ষার রেকর্ড সম্পর্কে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কুল কর্মীর ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য সাক্ষাতকার নির্ধারণ করার।

১০. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-820 অনুযায়ী, সন্তানের শিক্ষার রেকর্ড বাইরের কোন সংস্থাকে জানানোর এবং সন্তানদের যোগাযোগের তথ্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনীতে নিয়োগকারীদের কাছে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানোর।

১১. অপর একটি স্কুলে বদলি হওয়া সন্তানদের শিক্ষার রেকর্ড অপর স্কুলটিতে স্কুল কর্তৃক

সময়মত, পাঠিয়ে দেওয়ার।

১২. ফ্যামেলি এডুকেশনাল রাইট্স অ্যান্ড প্রাইভেসি অ্যাক্ট (এফইআরপিএ) এবং চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-820 যতটুকু প্রকাশ করার অনুমোদন দেয়, শিক্ষাথীর শিক্ষা রেকর্ডে ব্যক্তিগত চিহ্নিতকরণের তথ্য প্রকাশের সম্মতি দেওয়ার। ব্যতিক্রম হিশেবে যে ক্ষেত্রটিতে সম্মতি ছাড়াই প্রকাশের অনুমোদন দেয়া হয়, সেটি হচ্ছে স্বীকৃত শিক্ষাগত স্বার্থ আছে, এমন স্কুল কর্মকর্তার কাছে তথ্য প্রকাশ করা। একজন স্কুল কর্মীকর্তা বলতে বোঝায়, এমন ব্যক্তিকে, যাকে স্কুল প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক অথবা সহায়ক কর্মী সদস্য হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন, তবে তা শুধু এদের মধ্যেই সীমিত হবে না। একজন স্কুল কর্মককর্তার স্বীকৃত শিক্ষাগত স্বার্থ থাকে যদি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোন শিক্ষাগত রেকর্ড পর্যালোচনার দরকার হয়। যখন একজন শিক্ষার্থী অন্য স্কুল ডিস্ট্রিক্টে ভর্তি হতে চায় বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন অনুরোধক্রমে, সম্মতি ছাড়াই স্কুল অপর ডিস্ট্রিক্টের কর্মীকে তথ্য দেয়।

১৩. এফইআরপিএ-এর শর্ত মেনে চলতে স্কুল যখন ব্যর্থ হয়, তখন ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার। এফইআরপিএ কার্যক্রম যে অফিসে পরিচালনা করা হয় তার নাম এবং ঠিকানা হচ্ছে:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901

সন্তানের শিক্ষায় সক্রিয় সংশ্লিষ্ট হওয়ার ও অংশগ্রহণের অধিকার

সন্তানের শিক্ষায় অর্থবহ অংশগ্রহণের সম্ভাব্য সকল লভ্য সুযোগ লাভের অধিকার পিতামাতাদের রয়েছে।

পিতামাতাদের অধিকার রয়েছে:

১. স্কুল কম্যুনিটিতে আকাঙ্ক্ষিত, মর্যাদাশীল, এবং সমর্থনপুষ্ট বোধ করার।

২. সকল স্কুল কর্মীর কাছ থেকে শিষ্ট ও সম্মানজনক আচরণ লাভের এবং জাতি, বর্ণ, বিশ্বাস, ধর্ম, জাতিগত উৎপত্তি, যৌনতা, লিঙ্গ, বয়স, জাতীয়তা, অভিবাসনগত/নাগরিকত্বের অবস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, সহাবস্থানগত অবস্থা, যৌন পছন্দ, লৈঙ্গিক পরিচিতি, প্রতিবন্ধিতা বা আর্থিক অবস্থার বিবেচনা ব্যতিরেকে সকল প্রাপ্য অধিকার ভোগ করার।

৩. অন্যান্য স্কুল কর্মীদের সাথে নিয়মিত লিখিত বা মৌখিক যোগাযোগ স্থাপনের এবং সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও আচরণ সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে মতবিনিময় করার।

৪. উন্মুক্ত স্কুল সপ্তাহে সন্তানদের স্কুল পরিদর্শন করার ।

৫. প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী সন্তানদের শিক্ষক এবং প্রিন্সিপ্যালের সাথে সাক্ষাৎ করার।

৬. স্কুলে সন্তানের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য অর্থবহ প্যারেন্ট-টিচার বৈঠকে অংশ নেয়ার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী, স্কুল বর্ষব্যাপী অন্যান্য স্কুল কর্মীদের সাথে সাক্ষাত করার।

৭. নিয়মিত ভিত্তিতে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক অগ্রগতির প্রতিবেদনপত্রের, উভয় মাধ্যমে সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক এবং আরচণগত অগ্রগতি জানার।

৮. সন্তান যখন শৃঙ্খলাবিধান প্রক্রিয়ার মুখোমুখী হবে, তখন চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-443 এবং শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী ন্যায়বিচার লাভ করার।

৯. যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই স্কুল যদি সন্তানকে স্কুল/শ্রেণিতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে, তাহলে ডিওই-এর অভিযোগ পদ্ধতি অনুযায়ী একটি অভিযোগ বা আপিল দায়ের করার।

১০. স্কুল লিডারশিপ টিমের মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার এবং সহায়তা (যেমন, নতুন সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন, চলমান পেশাগত সমৃদ্ধি) লাভ করার।

১১. কর্মী বা স্কুল প্রশাসনের পূর্বানুমতি ছাড়াই, স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী, সন্তান সংক্রান্ত শুনানি, বৈঠক, সাক্ষাতকার এবং অন্যান্য সভায় একজন বন্ধু, পরামর্শক অথবা দোভাষিসহ উপস্থিত থাকার।

১২. নির্দিষ্টভাবে সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে কোন সভায় বা কার্যক্রমে, শ্রবণ প্রতিবন্ধী পিতামাতাদের ক্ষেত্রে, সভা বা কার্যক্রমের পূর্বে লিখিত অনুরোধসাপেক্ষে একজন দোভাষি পাওয়ার; যদি দোভাষি না পাওয়া যায়, যুক্তিসঙ্গত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. পিতামাতা যাতে প্যারেন্ট টিচার বৈঠক, উন্মুক্ত স্কুল সপ্তাহ, স্কুল লিডারশিপ টিমের সভা, প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভা, সিইসি সভা, ইত্যাদির সকল বিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পান, সেজন্য স্কুলকর্মীদের প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গত উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চয়তা পাওয়ার।

১৪. কোন চাঁদা পরিশোধ ছাড়াই, সন্তানের স্কুলের প্যারেন্ট অথবা প্যারেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার।

১৫. "পিতামাতাদের অধিকার ও কর্তব্যের সনদ", "শিক্ষার্থীদের অধিকার ও কর্তব্যের সনদ" এবং "শৃঙ্খলা বিধি"-এর একটি করে প্রতিলিপি, এবং স্কুলে সন্তানকে নিবন্ধন করার পর এবং অনুরোধক্রমে পরবর্তিতে স্কুলের নির্দিষ্ট নীতিমালার প্রতিলিপি পাওয়ার।

১৬. স্কুলের কমিটিতে (যেমন, নিরাপত্তা, পুষ্টি, C-30 লেভেল ওয়ান), কমিটির জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুযায়ী, অংশগ্রহণ করার।

১৭. চ্যান্সেলর এবং ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন কর্তৃক স্থাপিত প্যারেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটিতে (যেমন, ওয়ার্ক গ্রুপ, অস্থায়ী টাস্ক ফোর্স কমিটি, ওএফইএ-টাইটেল ওয়ান সিটিব্যাপী প্যারেন্ট কমিটি) প্রতিনিধিত্বকারী লাভ করার।

১৮. চ্যান্সেলরের প্রবিধান D-140, 150 এবং 160 অনুযায়ী, সন্তানের স্কুলের প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অথবা প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অথবা ট্রেজারার পদে প্রার্থী হওয়ার, অথবা এই পদে থাকলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কম্যুনিটি অথবা সিটিওয়াইড এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে ভোট দেওয়ার।

১৯. উন্মুক্ত সভা আইন ("সান শাইন ল") অনুযায়ী, কম্যুনিটি এবং সিটিওয়াইড এডুকেশন কাউন্সিল এবং প্যানেল অব এডুকেশনাল পলিসির সভা, যেগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত, সেগুলিতে উপস্থিত থাকার।

২০. গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী, কম্যুনিটি এবং সিটিওয়াইড এডুকেশন কাউন্সিল এবং প্যানেল ফর এডুকেশন্যাল পলিসির উন্মুক্ত সভায় অংশগ্রহণ করার।

সন্তানের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন ব্যাপারে অভিযোগ এবং/অথবা আপিল দাখিল করার অধিকার।

সন্তানের শিক্ষায় প্রভাব ফেলে এমন নানা সমস্যা সমাধানের জন্য চ্যান্সেলর তার প্রবিধান জারি করেছেন যেগুলি অভিযোগ বা আপিল করার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রক্রিয়াগুলি নিচে উল্লিখিত চ্যান্সেলরের প্রবিধানগুলিতে রয়েছে যা http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

পিতামাদের যেসব অধিকার আছে:

১. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-101 অনুযায়ী বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে অন্য স্কুলে বদলি করা সম্পর্কে আপিল করার।

২. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-420 অনুযায়ী, দৈহিক শাস্তি সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার।

৩. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-443 অনুযায়ী, একজন প্রিন্সিপ্যালের অথবা সুপারিনটেনডেন্টের সাময়িক বহিষ্কার সম্পর্কে আপিল দাখিল করার।

৪. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-450 অনুযায়ী, ইচ্ছাবিরুদ্ধ বদলি সম্পর্কে আপিল করার।

৫. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-501 অনুযায়ী, উত্তীর্ণ হওয়া সংক্রান্ড় সিদ্ধান্েড়র বিরুদ্ধে আপিল করার।

৬. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-655 অনুযায়ী, স্কুল লিডারশিপ টিমের নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ এবং/অথবা আপিল দাখিল করার।

৭. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-660 অনুযায়ী, প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেসিডেন্টস্ কাউন্সিল নির্বাচন, বিরোধ, মামলা এবং অব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ এবং/অথবা আপিল দাখিল করার।

৮. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-701 অনুযায়ী, প্রতিষেধক দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি লাভের আবেদন নামঞ্জুরী সম্পর্কে আপিল করা।

৯. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-710 অনুযায়ী, রেফারেল, মূল্যায়ন, সমৃদ্ধি এবং/অথবা ধারা ৫০৪- পরিকল্পনার বাস্ড়বায়ন সম্পর্কে অভিযোগ দাখিলের।

১০. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-780 অনুযায়ী, গৃহহীন সন্ড়ানকে বা অস্থায়ী আবাসেন বসবাসকারী সন্ড়ানকে ভর্তির বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের।

১১. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-801 অনুযায়ী, পরিবহন পাওয়ার যোগ্যতার সিদ্ধান্ড় সম্পর্কে আপিল করার।

১২. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-810 অনুযায়ী, বিনামূল্যে এবং হ্রাসকৃতমূল্যে খাবার পাওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্েড়র আপিল করার।

১৩. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-820 অনুযাযী, সন্ড়ানের রেকর্ডে কোন অশুদ্ধ, বিভ্রান্ড়কর অথবা সন্ড়ানের গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গ করে এমন কোন তথ্য সন্নিবেশের বির ্দ্ধে আপিল করার এবং তদ্রুপ রেকর্ড সংশোধন করার অনুরোধ করার।

১৪. চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-830 অনুযায়ী, বৈষম্যের কারণে অভিযোগ দাখিল করার।

১৫. চ্যান্সেলরের প্রবিধান D-110 মোতাবেক, তথ্য লাভের স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী, ডিওই-তে রক্ষিত প্রকাশ্য রেকর্ডে অভিগম্যতা পেতে অস্বীকৃতি জানানোর বির ্দ্ধে আপিল করার।

১৬. চ্যান্সেলরের প্রবিধান D-140 অনুযায়ী, কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়ন এবং নিবার্চন সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার।

১৭. D-150 অনুযায়ী, সিটিওয়াইড কাউন্সিল অন স্পেশাল এডুকেশনের মনোনয়ন এবং নির্বাচন

সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার।

১৮. চ্যান্সেলরের প্রবিধান D-160 অনুযায়ী, সিটিওয়াইড কাউন্সিলস অন হাই স্কুলস্-এর সদস্য মনোনয়ন এবং নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার।

১৯. ডি.ও.ই.-এর অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি অনুযায়ী 'কোন শিশুই পিছিয়ে থাকবে না' আইনের অধীনে পরবর্তী এই কর্মসূচি সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার: টাইলে ওয়ান এবং টু, অংশ এ. এবং ডি. এবং টাইটেল থ্রি এবং টাইটেল ফোর, অংশ-এ.; অথবা চ্যান্সেলরের প্রবিধানের উপরে উল্লেখ-করা রূপরেখায় বর্ণিত পদ্ধতিতে , তাঁদের সন্তানের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন কোন বিষয় সমাধা না করা গেলে।

সকল পিতামাতার নিন্মোক্ত কর্তব্য রয়েছে:

১. সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুত করে স্কুলে পাঠানো।

২. সন্তানরা যাতে স্কুলে নিয়মিত ও যথাসময়ে উপস্থিত হয় তা নিশ্চিত করা।

৩. স্কুলের বিজ্ঞপ্তি পাঠ করে, সন্তানদের সাথে স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করে, তাদের কাজ ও অগ্রগতির প্রতিবেদনপত্র দেখে এবং স্কুলের কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সন্তানের কাজ, অগ্রগতি এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৪. সন্তানের লেখাপড়ার অগ্রগতি নিয়ে তাদের শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যালের সাথে মৌখিক এবং/অথবা লিখিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫. সন্তানের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, স্কুলের সকল নীতিমালা এবং প্রযোজ্য চ্যান্সেলরের প্রবিধান মেনে চলা।

৬. সন্তানের স্কুল থেকে কোন বার্তা পেলে তাতে সময়মত সাড়া দেয়া।

৭. স্কুলের অনুরোধসাপেক্ষে সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সভায় ও বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।

৮. যথোপযুক্ত মর্যাদা রেখে স্কুল ভবনে প্রবেশ করা, বিপত্তিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা এবং স্কুলের সকল কর্মী সদস্য, শিক্ষার্থী, পিতামাতা এবং স্কুল কম্যুনিটির অন্যান্যদের সাথে শিষ্ট এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা।

এছাড়াও পিতামাতাদের উচিত:

১. বাড়িতে লেখাপড়ার এমন একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যাতে সন্তান বুঝতে পারে যে, স্কুলে তাদের সাধ্যানুযায়ী কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. সমাজে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের উপর বাড়িতে গুরুত্ব আরোপ করা।

৩. প্রয়োজনকালে ও সম্ভব হলে স্বেচ্ছাসেবায় সময়, দক্ষতা ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা।

৪. লেখাপড়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে পিতামাতাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, এমন স্কুল ও কম্যুনিটি কার্যক্রমে অংশ নেয়া।

৫. স্কুলের প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অথবা প্যারেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য হওয়া।

৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টাইটেল ওয়ান প্যারেন্ট কমিটির সক্রিয় সদস্য হওয়া।

৭. স্কুলের কাজ, উপস্থিতি, এবং আচরণ নিয়ে তাদের সন্তানকে প্রশ্ন করা এবং স্কুল কী প্রত্যাশা করে তা আলোচনা করা।

৮. সম্পত্তি, নিরাপত্তা, অন্য ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সন্তানকে শ্রদ্ধা করার এবং জোর-জবরদস্তিমূলক, হয়রানিমূলক অথবা বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব শেখানো।